ঝিনাইদহে প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে স্যানেটারী মিস্ত্রীকে খুন

ঝিনাইদহে শহরের ব্যাপারী পাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাত করে স্যানেটারী মিস্ত্রীকে জীবন ওরফে মন্টুকে (২২) খুন করেছে মাদক কারবারীরা।

গতকল শুক্রবার বিকালে ব্যাপারী পাড়ার শাপলা চত্তরের পাশের একটি দোকানের সামনে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। নিহত স্যানেটারী মিস্ত্রী জীবন ঝিনাইদহ শহরের কালীকাপুর মোল্লাপাড়া নগদ স্টোর এলাকার রজব আলীর ছেলে।

জীবনের ভাই ও আত্বীয়রা জানান, জীবন স্যানেটারী মিস্ত্রী ও রং এর কাজ করেতো। শুক্রবার ছুটি থাকায় বাড়ীতে ছিলো। শিমুল বিকালে মোবাইলে জীবনকে ডেকে নিয়ে যায় শিমুলের বাসায়।

এরপর সন্ধ্যায় জানাতে পারে শিমুলকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর হাসপাতালে এসে দেখতে পায় তার ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে। তারা আরো জানায় জীবনের পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যাপারী পাড়ায় ভাড়া থাকতো। প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী জানান, ব্যাপারী পাড়ার জিয়া মোল্লার ছেলে ‘নষ্ট শিমুল’, বাহার আলীর ছেলে সাইফুল ও সাজ্জাদের ছেলে অলিউল দলবল নিয়ে জীবনের ওপর হামলা চালায়। তারা ধারালো ছুরি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহের মধুহাটী ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদরের ২নং মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এ বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন বিশ্বাস ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা মো. ছাব্দার আলী, প্যানেল চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, মিলন মিয়া, নাজমা খাতুন, ছাবিনা ইয়াসমিন, আশিক ইকবাল, জিয়াউর রহমান, আসাদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আলাউদ্দীনসহ এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছাব্দার আলী বাজেট উপস্থাপনকালে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ইউনিয়ন পরিষদের মোট আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৩৮,৯৫,৮০৬/= (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশ ছয় টাকা মাত্র)। বাজেট আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়নের ট্যাক্স, টোল, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত, প্রমোদমূলক কার্যক্রম থেকে আয় বিবেচনা করা হয়েছে। তবে কোন ব্যক্তির অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন বিশ্বাস বলেন, “আমি এবং আমার ইউপি সদস্যবৃন্দ আপনাদের সেবক হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং পাশে থাকবেন।” বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঝিনাইদহে সকাল থেকেই থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ এমন আবহাওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

বৃষ্টির কারণে শহরের ব্যস্ত সড়কগুলো হয়ে পড়েছে ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা ও রেইনকোট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তবে যানবাহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। সকালে শহরের পায়রা চত্বর এলাকায় দেখা যায়, অনেক রিকশাচালক অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন।

রিকশাচালক মিজানুর রহমান বলেন, “সকালে বের হইছি রিকশা নিয়ে, কিন্তু যাত্রী নাই। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাসে কেউ রাস্তায় বের হচ্ছে না। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকমতো ভাড়া পাইনি। বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না, তাই নামছি রাস্তায়।”

কাপড় বিক্রেতা মনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রকম আবহাওয়ায় ক্রেতা আসে না বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে দোকান খুলেও বসে থাকতে পারছি না। সকাল থেকে বিক্রি করতে পারিনি। কষ্টের মধ্যে আছি।”

চায়ের দোকানদার মানিক মিয়া বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে কেনা-বেচা খুবই কম। তবু দোকান খুলে বসে থাকি, যদি কিছু বেচা যায়।”

এদিকে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও পানি জমে গেছে। কাদা ও ভেজা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

ঝিনাইদহের গান্না ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদও উপজেলার ৬নং গান্না ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এ বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা নাসির উদ্দীন, প্যানেল চেয়ারম্যান ছাব্দার আলী, এছাড়া ইউপি নারী সদস্য ছালমা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, নার্গিস খাতুন, ইউপি সদস্য শাহাবুদ্দীন,আব্দুল মমিন, সোহাগ রহমানসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেনী ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন বাজেট উপস্থাপনকালে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য নতুন কোন করারোপ ছাড়াই রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ইউনিয়ন পরিষদের মোট আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০৮,৯৬,৩২৫/=টাকা (এক কোটি আট লক্ষ ছিয়ান্নই হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা মাত্র)। বাজেট আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়নের ট্যাক্স, টোল, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট এবং ব্যবসা- বাণিজ্য সংক্রান্ত, প্রমোদমূলক কার্যক্রম থেকে আয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, “আমি এবং আমার ইউপি সদস্যবৃন্দ আপনাদের সেবক হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং পাশে থাকবেন।” বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাজেট অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

# [redacted]

“[redacted]” [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ঝিনাইদহে নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা, বাড়ছে জনদুর্ভোগ

ঝিনাইদহের পৌরসভাগুলোতে নাগরিক সুবিধা নয়, বরং দূর্ভোগই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত পৌর কর প্রদান করেও নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা। রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, পরিচ্ছন্নতা সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে সীমাহীন অব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব পৌরসভা যেন শুধু কর আদায়ের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ঝিনাইদহের মোট ৬টি পৌরসভা। এর মধ্যে হরিণাকুন্ডু বাদে বাকি ৫টি পৌরসভাই প্রথম শ্রেণীর। এই পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ বসবাস করেন, যাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্রই চোখে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডু পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায় পুরো এলাকার সড়কজুড়ে খানাখন্দ। বর্ষায় এসব রাস্তায় চলাফেরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পৌরসভার সামনেই নেই সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, জনদুর্ভোগ নয়, বরং উদাসীনতাই যেন প্রশাসনের অভ্যস্ততা। এদিকে মহেশপুর পৌরসভার চিত্র একই। বছরের পর বছর কোনো সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক এলাকায় নেই সড়কবাতি, ফলে রাত নামতেই পুরো শহর ঢেকে যায় অন্ধকারে। পৌর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা সবকিছুতেই চোখে পড়ে চরম বিশৃঙ্খলা।

স্থানীয়রা বলছেন, কর দিয়ে শুধু দায়িত্ব পালন করছেন তারা, কিন্তু সেবার জায়গায় অব্যবস্থা ছাড়া কিছুই পাচ্ছেন না। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো।

এ বিষয়ে পৌর এলাকার বাসিন্দা রাজুল ইসলাম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কখনো পড়ে গিয়ে আহতও হয় মানুষ। বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা। আমরা কর দিই, কিন্তু সেবা কই?” দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কার হয়নি।

মহেশপুর পৌরসভার স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন বলেন, “আমাদের এলাকায় সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া দায় হয়ে পড়েছে। চারদিকে অন্ধকার, রাস্তার অবস্থাও খারাপ। পৌরসভার লোকজন আসলে শুধু কর তুলতে জানে, কাজের বেলায় নেই।”

সচেতন নাগরিক এম রায়হান বলেন, “নামমাত্র উন্নয়ন কার্যক্রম দিয়ে মানুষের চোখে ধুলা দেওয়া যাবে না। সময় এসেছে বাস্তব নির্ভর টেকসই পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার।”

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, “পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে চলে। ইতিমধ্যে প্রশাসকদের জরুরি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।”

মহেশপুর সীমান্ত যেন মাদক ও মানব পাচারের ‘নিরাপদ রুট’

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এখন মাদক ও মানব পাচারের জন্য একটি ‘নিরাপদ রুটে’ পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অসংখ্য মানুষ এই সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভারতে। একইসঙ্গে ভারত থেকে শত শত মানুষ অবৈধভাবে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। যা প্রতিদিন বিজিবির হাতে ধরাও পড়ছে। পাশাপাশি সীমান্ত পেরিয়ে আসছে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে জানা গেছে, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে সক্রিয় একাধিক পাচারকারী চক্র দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে মাদক ও মানব পাচারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এসব কর্মকাণ্ডে সীমান্ত এলাকার

সাধারণ মানুষ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমান্তে মাঝে মধ্যেই মাদকসহ কিছু পাচারকারী ধরা পড়লেও, বড় ধরনের চক্রগুলো থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

আজ বৃহস্পতিবার ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের মহেশপুর সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ১৫ মাসে (২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) মহেশপুর ও জীবননগর সীমান্ত থেকে প্রায় ১১৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এতো বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ হলেও মামলায় আসামি থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাদক ‘পরিত্যক্ত অবস্থায়’ উদ্ধারের কথা বলা হয়। এতে নানা ধরণের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, সম্প্রতি মাসগুলোতে কয়েক হাজার মানুষকে এই সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের অভিযোগ উঠেছে। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই বাংলাদেশি নাগরিক, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় বিজিবির পক্ষ থেকে নিয়মিত টহল ও অভিযান চালানো হলেও, পাচার থেমে নেই। স্থানীয়দের বক্তব্য “যদি সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি থাকে, তাহলে প্রতিদিনই কীভাবে এই পরিমাণ মাদক প্রবেশ করে? মানুষ পাচার হয় কীভাবে?”

সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি রয়েছে। এত কড়াকড়ির মাঝেও মাদক ও মানুষ পাচার হয় কীভাবে? এমন প্রশ্ন অভিজ্ঞ মহলের।
এ ব্যাপারে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসির বক্তব্য জানতে তার সরকারি নাম্বারে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহের পোতাহাটী গ্রামের

রাস্তার বেহাল দশা, জন দূর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ সদরের ১নং সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তায় খানখন্দে ভরা, প্রতিদিন ঝুকি নিয়ে চলছে কৃষি পণ্য বোঝায় ট্রলি ট্রাক্টর।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের কোল ঘেষে ডাকবাংলা বাজার ও সাধুহাটী বাসস্ট্যান্ডে মাঝে মহাসড়কের উত্তর দিকঘেষে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, পাশে বৃহত্তম সাধুহাটী কৃষি বীজ উৎপাদন খামার।

তাছাড়া গ্রামের কোলঘেষে রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার বৃহত্তম কৃষি বাজার, ডাকবাংলা বাজার ও চাল উৎপাদন জন্য বিখ্যাত ত্রীমহোনী বাজার। গ্রামটি অবস্থানের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর পাকাকরণ, সংস্কার বা উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

গ্রামে ৪ হাজারের অধিক লোকের বসবাস, তাছাড়া এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর ইউনিয়নসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ডাকবাংলা বাজরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত করে। গ্রামের পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যপাড়া মিলে প্রায় ৪কি.মি এর অধিক আধাঁপাকা ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ২০০৬সালে তৎকালীন বিএনপির সরকারে সময়ে ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমান গ্রামের ২কি.মি রাস্তা পাকা করেছিলেন। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসারপর দীর্ঘদিন গ্রামটি চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের বরাদ্দ থেকে কিছু অংশে মাটি ও ম্যাকাডামের কাজ করেছে। তারপর দীর্ঘসময় পার হয়ে যাওয়ায় রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। এবিষয়ে গ্রামের গৃহবধু, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, চাকুরীজীবী, সাংবাদিকসহ সকলেই ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন বলেন পোতাহাটী গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা আসলেই বেহালদশা ইউনিয়নের সক্ষমতা নেই এই রাস্তা গুলো করার, আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ছিলাম বলে আমার সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকায় স্থানীয় এমপি তাহজীব